তারিখ ... 07 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আজকের কাগজ

সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা!

গীতা দাস

এবারের (১৯৯৪ ইং সালের) এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আমি গর্বিত ও শংকিত। গর্বিত এ জন্যে যে, মেয়েরা খুবই ভালো করেছে। তাদের মেধার প্রমাণ করেছে। তাদের মস্তিকের উর্বরতা শক্তির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তাদের যোগ্যতা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে। এ প্রতিযোগী ও প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থায় নিজের অবস্থা ও অবস্থানকে সমুজ্জ্বল করার সোপান অতিক্রমে শক্তিময়তার পরিচয় দিয়েছে।

আর এসব প্রতিভাময়ী মেয়েরা ভিকারুন্নেছা নুন কলেজের। এ কলেজটি বরাবরের মত এবারও ভাল ফলাফল করেছে। তবে অন্যসময় সম্মিলিত মেধা তালিকায় কাছাকাছি কোনো অবস্থানে থাকে। আর তথাকথিত মেয়েদের মেধা তালিকার মধ্যে শীর্ষ দিকে। কিন্তু এবার তথাকথিত মেয়েদের মেধা তালিকা নামক সংস্কারটি ছিঁড়ে ফেলেছে। ভাসিয়ে দিয়েছে। আমি এ কলেজের এসব ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শংকিত এ জন্যে যে, ভিকারুন্নেছা নুন একটি বেসরকারি কলেজ। হামিদা আলীর যোগ্য নেতৃত্বে চলছে। ভাল ফলাফলের জন্যে ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত বা একক যোগ্যতা, মেধা ও কৃতিত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাথে সাথে শাস্তি করার বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। তাদের চাওয়ার যত্নের প্রয়োজন অবশ্যই। সেদিক থেকে কোনো সরকারি কলেজ একটি বেসরকারি কলেজের সাথে পাত্তা পায়নি। এখানে ভিকারুন্নেছা মহিলা কলেজ হিসেবে বিবেচ্য নয়। তুখোড় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে এসব সরকারি কলেজগুলো (ভিকারুন্নেছাও তাই করে)। সরকারি সুযোগ সুবিধাভোগ করে এসব সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। জনগণের টাকায় চললেও সব জনগণের যে কোনো ছেলে মেয়ে এসএসসি পাস করলেই এসব কলেজে ভর্তি নেয় না। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ভর্তিতে।

কিন্তু এবার এসব সরকারি কলেজগুলোর পড়াশুনার মান নিয়ে আতংকিত না হয়ে পারা গেলো না। 'সরকারের উপর খায় মসজিদে ঘুমায়।' একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য। থাকা-খাওয়ার চিন্তা ভাবনাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে এটি প্রয়োগ হয়। এটি আরও প্রয়োগ করা হয় এমন ব্যক্তির সম্পর্কে খাবার ও ঘুমানোর জায়গা নিশ্চিত বলে যে কর্মে বিমুখ। এ প্রবাদটির সার্থক প্রয়োগ কি সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেলায়ও প্রযোজ্য নয়? তারা নিশ্চিত পদোন্নতি, টাইম স্কেল আর সরকারি বাসস্থান পেয়ে তাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নিশ্চিহ্ন হবার আশংকাও শংকিত নন। প্রাইভেট পড়ানোর রমরমে ব্যবসার মহড়ায় মশগুল। অথচ মানুষ তৈরির সরকারি কারিগর, জাতি গড়ার জাদুকর, ভবিষ্যত প্রজন্ম নির্মাণের স্থপতি এ শিক্ষকরা।

অনেকে আপত্তি তুলতেই পারেন এ যুক্তিতে যে, একবার একটি বেসরকারি কলেজ এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল ভাল করেছে বলেই সরকারি কলেজের লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কিন্তু সর্বনাশের সংকেত কি পাচ্ছি না?

সরকারি মিল কারখানা, বিআরটিসি এর বাস ইত্যাদি যেমন এইচআইভিতে সংক্রামিত। তেমনি এখন থেকে সাবধান না হলে সরকারি স্কুল কলেজের অবস্থাও তাই হতে বাধ্য। সরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকরা সেবামূলক কাজটিকে পরিণত করছেন লাভজনক ব্যবসায় (দু'চারজন ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন)।

আমার জানা মতে অনেক সরকারি কলেজ শিক্ষক পোস্টিংকৃত তাদের স্ব স্ব অবস্থানে অবস্থান করেন না। সপ্তাহে দু'চারদিন শুধু কর্মক্ষেত্রে হাজিরা দিয়ে থাকেন।

ইতিমধ্যে হয়তো এমনি করে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের এতোদিনকার ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যালগুলোকে পিছিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। যদিও মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মেডিকেল কলেজের সাথে তা তুলনা হতেই পারে না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বা রাজশাহীরও তুলনা চলে না।

তবে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোর সাথে প্রাইভেট মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনা করা যায়। এ ক্ষেত্রে আশংকা ভিন্ন রকম। যেমন এসব প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সার্ভিস ভালো দিলে ছাত্রছাত্রীদের ঐসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো এসব প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া অত্যন্ত ব্যয় বহুল। যা বাংলাদেশের মাত্র নগণ্যসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই বহন করা সম্ভব।

সরকারি কলেজে ভর্তির কঠোরতম প্রক্রিয়া ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হালচাল ঠিক রাখতে হলে হাল ধরতে হবে শিক্ষকদেরই। আর এ হাল ধরতে তাদের বাহুতে ও মাংশপেশীতে বল প্রয়োজন, অন্তরে সততা প্রয়োজন।

ছোটবেলা কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ে একটি বাক্য পেয়েছিলাম - 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিবো কোথা।' তখন কার লেখা? তাৎপর্য কী? এ নিয়ে চিন্তা করিনি। শুধু কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিলো। আজ এর অর্থ আক্ষরিক অর্থেই স্পষ্ট। সমাজের সর্বত্র রাজরোগে ধরেছে। সমাজের সর্বাঙ্গে ব্যথা। এ রাজরোগ সারানোর মহৌষধ থাকতে পারে পাঠক্রমে। প্রতিরোধ করার মতো কৌশল থাকতে পারে পাঠক্রমে। রাজরোগের প্রতিষেধক থাকতে পারে পাঠক্রমে। বিষয়টি নিয়ে পাঠক্রম প্রণেতারা চিন্তা করতে পারেন — প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। তখনই চীনা প্রবাদের শতাব্দী মেয়াদী পরিকল্পনায় মানবগোষ্ঠীর সার্থক উন্নয়ন সম্ভব।

চীনা প্রবাদ আছে -
If you plan for a year, plant grain
If you plan for a decade, plant trees
If you plan for a century, plant men.

বিপরীতার্থক প্রয়োগও হয় এ প্রবাদের শেষ লাইনটির, এর নেতিবাচক ফলাফলই আজকের সরকারি কলেজ শিক্ষক। আমরা ও সরকারি চাকরিজীবীরা। কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তবে সবারই জানা Exception কখনোই example নয়।

শতাব্দী মেয়াদী পরিকল্পনা করা হয় মানবগোষ্ঠীর জন্যে। সেটা উন্নতির জন্যে হোক বা অবনতির জন্যে হোক। আর মানবগোষ্ঠীর উন্নতি বা অবনতির পরিকল্পনায় শিক্ষা কাঠামোর ভূমিকা শক্তিশালী। এ জন্যে এই উপমহাদেশে ইংরেজদের পরিকল্পিত শিক্ষা কাঠামো তৈরি হয়েছিলো আমাদের দমিয়ে রাখার জন্যে। কেরানি সৃষ্টির জন্যে। আর এমনি পরিকল্পনার প্রভাবে প্রভাবি[illegible] হয়ে আমাদের শিক্ষা কাঠামো আজও পরিচালিত। এ শিক্ষা কাঠামোই নির্ম[illegible] করেছে আজকের এ সরকারি আমলাগোষ্ঠী।

পাঠক্রমে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, উপস্থাপন কৌশল শিক্ষার্থীর জীবনে ফেলে সুদূর প্রসারী প্রভাব। ছোট বেলায় প্রথম রচনা শিখেছি গরু। আমাদের মানসিকতাও গরুর মতো শুধু নিজের উদরপূর্তি। তা সে উদরপূর্তি করতে কৃষকের পাকা ধানখেত হোক, ফলবান বৃক্ষ হোক বা ডগডগে লাউয়ের ডগা মাচা হোক কিছুই যায় আসে না। গরু রচনার উদাহরণ দিলাম এ জন্যে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার চল্লিশ বছর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করা বেশ কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছি — প্রথম রচনা কী শিখেছেন? উত্তর পেয়েছি গরু। উপরের ক্লাসে ইংরেজীতে প্রথম রচনা The Cow বর্তমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের লেখাপড়ার খবর নিয়ে দেখেছি — 'গরু' রচনা, একটু উপরের শ্রেণীতে ইংরেজীতে The Cow আর দিনের পর দিন 'গরু' রচনা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তি ইংরেজ প্রভাবিত শিক্ষারই ফল।

গরু রচনা কেনো? প্রশ্ন করে বয়স্ক অনেকের কাছ থেকে যুক্তি শুনেছি – গরু গৃহপালিত পশু। পরিচিত জন্তু। কিন্তু আমার প্রশ্ন পরিচিত পরিবেশ থেকে রচনা বলতে কি শুধুই গরু। গরু রচনা থেকে শিশু মন কী শেখে? চেতনারহিত শান্ত বা নিরীহ হতে শেখে? অনেকে বলেছেন, গরু রচনা বর্ণনা সোজা। সহজ থেকে কঠিনে শিক্ষাদানের নীতি অনুসরণের জন্যে। শিশুদের জন্যে শুধু গরুই কী পরিচিত পরিবেশের অংশ? সহজে বর্ণনাযোগ্য বিষয়? মা-বাবা বা প্রিয় কোনো কিছু দিয়ে শিশুর রচনা শেখার হাতেখড়ি দেয়া যায় না? পাঠ্যক্রমইতো পারে শিশু মনে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হবার, মানুষ হবার বীজ পুঁততে। শিশু মনে দেশপ্রেমের উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে অন্তরে অমৃতের আবহ সৃষ্টি করতে। Know Thyself মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে প্রথমেই আমরা পারি নিজেকে নিয়ে রচনা শেখাতে। আমার নাম অমুক। আমার মায়ের নাম অমুক। আমার বাবার নাম অমুক। আমার মা এই করেন। আমার বাবা এই করেন। আমার প্রিয় জিনিস। খাবার বস্তু। রঙ। ফল। ফুল। পাখি। পশু ইত্যাদি।

শিশুর বা ছাত্রছাত্রীর প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি পাঠক্রমে নির্ধারিত থাকে। আর এ প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি তৈরি হয়। গরু রচনায় কী প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হয়? গরু রচনার [illegible]হরণটি উদাহরণ হিসেবে প্রতীক হিসেবে উল্লিখিত হলো। এমনি [illegible] উদাহরণ [illegible] যায় বা যেতো।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে - সরকারি কলেজের [illegible] পাঠক্রমের কী সম্পর্ক? তাছাড়া, চাকরিজীবী সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক সবাইতো একই শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমের ফল। কিন্তু পার্থক্য [illegible] — সরকারি চাকরিজীবী মানে রাজকর্মচারি। বৃটিশ আমলের রাজকর্মচারির মানসিকতা এখনো উত্তরাধিকার সূত্রে সংক্রামিত। যে বলয়ে শিক্ষাগ্রহণ, চাকরিতে সে বলয়েই প্রবেশ।

সর্বোপরি, একটি বেসরকারি কলেজের কাছে সরকারি কলেজসমূহের পরাজয় আমাদের চমকে দিয়েছে। থমকে দিয়েছে আমাদের চেতনা। এ পরাজয় শুধুই ঢাকা কলেজ বদরুন্নেছা কলেজ, ইডেন কলেজ, তিতুমীর বা অন্যান্য কলেজের নয়। এ যে 'সরকারি কা মাল দরিয়া মে ঢাল' এর মতো আত্মবিনাশী জাতি বিধ্বংসী নাপাম বোমার আলামত।

ছোটবেলা কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ে একটি বাক্য পেয়েছিলাম - 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিবো কোথা।' তখন কার লেখা? তাৎপর্য কী? এ নিয়ে চিন্তা করিনি। শুধু কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিলো। আজ এর অর্থ আক্ষরিক অর্থেই স্পষ্ট। সমাজের সর্বত্র রাজরোগে ধরেছে। সমাজের সর্বাঙ্গে ব্যথা। এ রাজরোগ সারানোর মহৌষধ থাকতে পারে পাঠক্রমে। প্রতিরোধ করার মতো কৌশল থাকতে পারে পাঠক্রমে। রাজরোগের প্রতিষেধক থাকতে পারে পাঠক্রমে। বিষয়টি নিয়ে পাঠক্রম প্রণেতারা চিন্তা করতে পারেন — প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। তখনই চীনা প্রবাদের শতাব্দী মেয়াদী পরিকল্পনায় মানবগোষ্ঠীর সার্থক উন্নয়ন সম্ভব।

গীতা দাস : কলাম লেখক।